রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২০, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**

**রপ্তানি-১ শাখা**

**বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ : ১৪ মে ২০১৮ খ্রিঃ

**নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৮.১৭-৫৪**—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদসঙ্গে সংযুক্ত "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি" অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

২। জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**নাজনীন পারভীন**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

**প্রস্তাবনা**

বাংলাদেশে ঔষধ শিল্প প্রথম সারির গুটিকয়েক শিল্পের মধ্যে অন্যতম। বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত শিল্পোন্নয়ন এবং সরকারের শিল্পবান্ধব নীতির ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ক্রমবর্ধমান এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ঔষধ চাহিদার সিংহভাগই মেটাত বিদেশি কোম্পানিগুলো।আজ এদেশের ঔষধ চাহিদার ৯৮% দেশীয় উৎপাদকগণ পূরণ করছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ঔষধ বিক্রয় হয়েছে, ১৯৮২ সালে যা ছিল প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। বর্তমানে বাংলাদেশ, দেশের চাহিদা মিটিয়ে ১০০ টিরও বেশি দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে । কিন্তু এই ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাঁচামালের ৯৫% এর বেশি চীন, কোরিয়া ও ভারত থেকে আমদানিকৃত যা অনেক ক্ষেত্রেই মান সম্পন্ন নয়, ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের ঔষধ শিল্পকে স্বনির্ভর মনে করা হলেও কাঁচামালের জন্য বিদেশি নির্ভরতা আমাদের ঔষধ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পথে অন্তরায় হতে পারে।

একটি নিবেদিত ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ (Dedicated Backward Linkage) সেক্টর আমাদের ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন কাঁচামাল দিয়ে বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদনে সাহায্য করবে এবং প্রকৃত অর্থে ঔষধ শিল্পকে স্বনির্ভর করে তুলবে। ট্রিপস (TRIPS) চুক্তির ফলে বাংলাদেশ স্বল্প উন্নতদেশ (Least Developed Country-LDC) হিসাবে বিভিন্ন উচ্চমূল্যের প্যাটেন্টেড ঔষধ রাইটস্ ছাড়া উৎপাদনসহ রপ্তানিতেও সুবিধা পাবে এবং ২০৩২ সাল পর্যন্ত এই সুবিধা প্রযোজ্য। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ অনেক উচ্চমূল্যের ঔষধ স্বল্প মূল্যে ক্রয় করতে পারবে। ২০৩২ সালে ট্রিপস চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই সুবিধা কাজে লাগাতে পারলে দেশের ঔষধশিল্পে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। সবকিছু বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ ঔষধ শিল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসাবে ঘোষণা করেছে, যাতে করে প্রকৃত অর্থে এদেশের ঔষধ শিল্প স্বনির্ভর এবং বিশ্বমানের হতে পারে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা,৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ, জাতীয় ওষুধনীতি ২০১৬ লক্ষ্যমাত্রা ওষুধ তৈরির কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ মোতাবেক রপ্তানি-সংযোগ (Export Linkage) শিল্প স্থাপন এবং দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের জেনেরিক ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ ১,৪৫৮ টির বেশি ঔষধ উৎপাদন করছে যার মধ্যে রয়েছে ২৮,০০০ এর বেশি রেজিস্টার্ড ব্র্যান্ড। এছাড়াও রয়েছে ২০০ টির অধিক এলোপ্যাথিক কোম্পানি যারা কয়েকশত ঔষধ উৎপাদন করছে। উৎপাদিত এ সকল ঔষধের ধরনের মধ্যে রয়েছে অনেক থেরাপিউটিক ক্লাস এবং ডোসেজ থেকে শুরু করে সিএফসি/এইচএফসি ইনহেলার, নাসাল স্প্রে, আই ভি ইনফিউশন, সাপোজিটর এবং আরও অনেক হাই-টেক প্রোডাক্টস।

ঔষধের কাঁচামাল শিল্পের বিকাশের জন্য এপিআই শিল্প পার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার সাথে আরও প্রয়োজন শিল্পবান্ধব নীতি। বাংলাদেশের জিডিপিতে গার্মেন্টস শিল্পের মত ঔষধ শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে যদি এই খাতে পর্যাপ্ত নীতি সমন্বয়তা দেয়া হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি এপিআই (ঔষধ কাঁচামাল) পার্কের কাজ শুরু করা হয়েছে যদিও এক্ষেত্রে একাধিক পার্কের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইপিজেড এ অবস্থিত, তাদেরকে সরকার প্রথম পাঁচ বছর ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক সেক্টর এর জন্য আলাদা করে কোন সুবিধা নেই; যার ফলে অনন্য সম্ভাবনার এই সেক্টর অগ্রগামী হতে পারছেনা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত উৎপাদন ও রপ্তানি কৌশলের আলোকে প্রণীত এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) সেক্টরে প্রত্যাশিত উন্নয়নের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ মোতাবেক আগামী ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নীতি মোতাবেক প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা, মান যাচাই পদ্ধতি বিশ্বমানে উন্নীত করার বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্য উৎপাদন; এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য নির্বিঘ্নকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে অধিকতর বাণিজ্যবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিং সার্ভিসকে উৎসাহিত করা; রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে রপ্তানি নির্ভর বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ; রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে দেশি-বিদেশি উৎস হতে কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা; রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা; নতুন নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বিদ্যমান রপ্তানিকারকদেরকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করা; উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করা; এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক ধারণা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়ন হলে দেশি বিদেশি কোম্পানীর উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে ও এপিআই শিল্প পার্ক বাস্তবায়ন এবং এখাতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনে গতিসঞ্চার হবে।

“জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি” এর ২ টি অংশ রয়েছে। অংশ – ১ হলো নীতির মূল অংশ যেখানে নীতির বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। অংশ – ২ হলো নীতির ব্যাকগ্রাউন্ড ডকুমেন্ট। এ অংশে Evidence Informed Policy Making (EIPM) এর ৫ টি ধাপ অনুসরণপূর্বক নীতির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য Policy Optionবিশ্লেষণান্তে গ্রহণযোগ্য Option নির্বাচন করা হয়েছে।

## অংশ ১ - নীতি

### ১.০ শিরোনাম

এ নীতি “জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি” নামে অভিহিত হবে।

### ২.০ নীতির লক্ষ্য

### ২.১ অভীষ্ট লক্ষ্য

ট্রিপস চুক্তির সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার করে ২০৩২ সাল এর মধ্যে এপিআইও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন খাতে সর্বোচ্চ সম্ভব উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন এবং SDG এর ৩য় লক্ষ্য (Good Health and Well-Being for people) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য বাস্তবায়ন।

### ২.২ সাধারণ উদ্দেশ্য

এপিআইও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বর্ধন।

### ২.৩ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

২.৩.১ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতে আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ, দেশে এ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ;

২.৩.২ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতে ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ। এছাড়াও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও বাড়তি প্রভাব আনয়ন;

২.৩.৩ বাংলাদেশে এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন খরচ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করা। ২০৩২ সাল নাগাদ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক আমদানি বহুলাংশে হ্রাসকরণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দেশে উৎপাদিত মানসম্মত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

২.৩.৪ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের অগ্রগতির লক্ষ্যে ড্রাগ মাস্টার ফাইল (DMF) অনুমোদিত এবং রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩৭০টিরও বেশী lifesaving এপিআই মলিকিউল উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন।

### ২.৪ পরিচালনাগত উদ্দেশ্য

২.৪.১ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারকের জিডিপিতে অবদান ২০১৬ সালের ০.০১২১% থেকে বৃদ্ধি করে ২০৩২ সালের মধ্যে ০.০২৫% এ উন্নীতকরণ;

২.৪.২ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এপিআই মলিকিউল ও ল্যাবরেটরি বিকারকের সংখ্যা ২০১৭ সালের ৪১ থেকে ২০২১, ২০২৬, ২০৩২ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১২৫, ২৩০ ও ৩৭০ এ উন্নীতকরণ;

২.৪.৩ আমদানি নির্ভরতা ২০১৬ সালে ৯৭% থেকে ২০৩২ সালে ৮০% এ হ্রাসকরণ;

২.৪.৪ রপ্তানি ২০১৬ সালে ১.৫ লাখ ডলার থেকে ২০৩২ সালে ৯ লাখ ডলারে উন্নীতকরণ;

২.৪.৫ ২০৩২ সাল নাগাদ এই খাতে ৫০০,০০০ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ।

## ৩.০ বাস্তবায়ন কৌশল

৩.১ প্রত্যাশিত মলিকিউল উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকদের বার্ষিক Turnover এর অন্তত ১% গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) ব্যায়করণ;

৩.২ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে আগামী পাঁচ বছর সকল বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার)এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণ শর্তহীনভাবে কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পাবেন; তবে ২০২১-২২ অর্থবছরের পর কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সুবিধা প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে দুটি গ্রুপ সৃষ্টি করা হবে যার যোগ্যতার মাপকাঠি নিম্নরূপঃ

গ্রুপ কঃ প্রথম ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর (২০২১-২২ অর্থবছরের পর) যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) উৎপাদকগণ প্রতিবছর অন্তত ৫টি মলিকিউল উৎপাদনে সক্ষম হবেন তারা ২০৩২ পর্যন্ত ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে পাবেন।

গ্রুপ খঃ প্রথম ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর (২০২১-২২ অর্থবছরের পর) যে বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) উৎপাদকগণ প্রতিবছর অন্তত ৩টি মলিকিউল উৎপাদনে সক্ষম হবেন তারা ২০৩২ পর্যন্ত ৭৫% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে পাবেন।

৩.৩ ২০৩২ সাল পর্যন্ত AIT (Advance Income Tax) এবংTDS (Tax Deduction at Source) হতে অব্যাহতি;

৩.৪ বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণদের রপ্তানিতে ২০% নগদ প্রণোদনা প্রদান; এ ক্ষেত্রে নূন্যতম ২০% মূল্য সংযোজন হতে হবে। তবে ২০২৬ সালের পরে মূল্যসংযোজনের বিষয়টি সরকার রিভিউ করতে পারে;

৩.৫ দেশীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকদের যেভাবে উৎস নিরীক্ষণ এবং quality audit করা হয়, আমদানিকৃত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক ব্যবহার এর পূর্বে একইভাবে এর উৎস নিরীক্ষণ এবং quality audit বাধ্যতামূলক করা। এই নিরীক্ষণ এবং quality audit এর উদ্দেশ্য হল ২০১৮ সালের মধ্যে শীর্ষ ২০ বিদেশি এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক রপ্তানিকারকদের এবং ২০২২ সালের মধ্যে সকল বিদেশি এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক রপ্তানিকারকদের Good Manufacturing Practice (GMP) মাননিশ্চিতকরণ। এটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং টিম গঠনকরণ;

৩.৬ ২০৩২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) উৎপাদকগণের দ্বারা উৎপাদিত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক, সকল প্রকার কাঁচামাল, স্থায়ী সম্পদ ও অন্যান্য মালামাল, সেবা এবং পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর ভ্যাট এবং VDS (VAT Deduction at Source) মওকুফ;

৩.৭ শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ শিল্পের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা। এপিআই ও লাবরেটরি বিকারক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উৎপাদকগণের সাথে একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র স্থাপন।

**৪.০ প্রয়োগ ও পরিধি**

৪.১ জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি প্রকাশের দিন হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০৩২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সরকার সময় সময়ে এই নীতি প্রয়োজনে পর্যালোচনা ও সংশোধন করবে;

৪.২ সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অংশগ্রহণে এই নীতি বাস্তবায়নে বিস্তারিত সব পরিকল্পনা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে এই নীতি ও সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে;

৪.৩ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, প্রস্তাবিত এপিআই পার্ক, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এ নীতি প্রযোজ্য হবে;

৪.৪ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন, বিতরণ, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) এর আইন/বিধি প্রযোজ্য হবে।

**৫.০ প্রদেয় প্রণোদনা**

**৫.১ কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে**

৫.১.১ বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণের জন্য ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে থাকবে; (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)

৫.১.২ ২০২৩ সাল হতে ২০৩২ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণকে কর্পোরেট ট্যাক্স (AIT ও TDS) হলিডে দেয়া হবে। ২০২৩ সাল হতে যারা বছরে অন্তত ৫টি এপিআই মলিকিউল স্থানীয় উৎপাদন করতে পারবে তারা ২০৩২ সাল পর্যন্ত ১০০% ও যারা বছরে অন্তত ৩ টি এপিআই মলিকিউল উৎপাদন করতে পারবে তারা ২০৩২ সাল পর্যন্ত ৭৫% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে পেয়ে থাকবে। এ বিষয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সার্বিক বিধি মোতাবেক প্রত্যয়ন পত্র সঠিকভাবে দাখিল করতে হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)

৫.১.৩ বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার)এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণকে কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ এর ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০৩২ সাল পর্যন্ত ১০০% AIT অব্যাহতি দেয়া হবে (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)।

**৫.২ ভ্যাট মওকুফ**

৫.২.১ বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণের জন্য ক্রয় ও বিক্রয়ে ভ্যাট ও VDS ২০৩২ সাল পর্যন্ত মওকুফ করা হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)

৫.২.২ বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ এর ক্রয় ও বিক্রয়ে ভ্যাট ও VDS ২০৩২ সাল পর্যন্ত মওকুফ করা হবে (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)।

**৫.৩ নগদ প্রণোদনা**

বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণকে রপ্তানি উৎসাহিত করণে ২০% নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হবে (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ এপিআই ও ইনটারমিডিয়ারিস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)।

**৫.৪ বৈদেশিক মুদ্রানীতি সহায়তা**

৫.৪.১ কাঁচামাল আমদানির মূল্য পরিশোধে বিলম্বিত সময়ের অনুমতি বর্তমানের ১৮০ দিন থেকে ৩৬০ দিন করা হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.২ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের টাকা প্রদান বিলম্বিত সময়ের অনুমতি বুলেট পেমেন্টের ক্ষেত্রে ৩৬০ দিন এবং অচলতি পেমেন্টের ক্ষেত্রে ৩ বছর করা হবে, যেটা RMG খাতে প্রযোজ্য; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৩ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারীগণ বিদেশী (বা off shore) তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৪ খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রিপোর্টের বাধ্যতামূলক সীমা বর্তমানের ১০,০০০ ডলার হতে ২০,০০০ ডলার করা হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৫ কারখানা এবং যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মেয়াদ ঋণ ৬ বছরের স্থলে ১২ বছর পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৬ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারীগণ প্রতিস্থাপন কোটা (Retention Quota) হিসাবে তাদের রপ্তানির ৪০% রাখতে পারবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৭ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাত ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খাতের মতো Single Borrower Cap প্রযোজ্য হবে না; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৮ বহির্মুখী রেমিট্যান্স আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পূর্ব-কার্যকারী বিজ্ঞপ্তি (Post-facto notification) অনুমোদিত হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)

৫.৪.৯ BIDA, DoE এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট প্রদান Fast Track এর মাধ্যমে সহজীকরণ করা হবে; (তত্ত্বাবধানেঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা)

৫.৪.১০ এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারীগণদের রপ্তানি উৎসাহীকরণে RMG খাতের মত ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা দেয়া হবে (তত্ত্বাবধানেঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)।

**৫.৫ আমদানি অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজিকরণ**

এপিআই ও বিকারক তৈরির জন্য আমদানিকৃত কেমিক্যাল ও কাঁচামাল (Acid, Acetone, Acetic anhydride, Toluene, Paraformaldehyde) এর Blocklist approval এবং অনুমোদন Fast Track এর মাধ্যমে সহজীকরণ করা হবে (তত্ত্বাবধানেঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা)।

**৫.৬ শুল্কমুক্ত পণ্য ছাড়করণের সুবিধা প্রদান**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও-২৮ (SRO-28) এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে Under Taking এর মাধ্যমে শুল্কমুক্ত পণ্য ছাড়করণের সুবিধা প্রদান করা হবে (তত্ত্বাবধানেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর)।

**৫.৭ কাঁচামালের নমুনা আমদানি সহজিকরণ**

এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারিগণ ঔষধ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ঔষধ তৈরির কাঁচামাল নমুনা হিসাবে প্রতি মলিকিউল (সর্বোচ্চ) ১০কেজি, যাহার মূল্য বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (প্রতি মলিকিউল) আমদানি করতে পারবে (তত্ত্বাবধানেঃ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর)।

**৫.৮ সরকারি প্রকিউরমেন্ট**

সরকারি (সামরিক ও বেসামরিক) ফার্মাসিউটিক্যাল, এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক পণ্য প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে এ পলিসির উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট Procurement এর নীতি অনুসারে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশে বিদ্যমান যেসব শিল্পসংস্থাগুলো সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন ঘটাতে সক্ষম তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি Procurement এর ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান বিদেশ হতে আমদানিকৃত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক পণ্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পসংস্থাগুলোর কাছ থেকে অবিলম্বে ক্রয় কমিয়ে আনতে হবে (তত্ত্বাবধানেঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (EDCL) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা)।

**৫.৯ জমি বরাদ্দে অগ্রাধিকার**

এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারকগণকে শিল্প কারখানা স্থাপন করার জন্য সরকারি বিদ্যমান ও বাস্তবায়নাধীন শিল্প পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেয়া হবে (তত্ত্বাবধানে: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা)।

## ৬.০ পক্ষসমর্থন

তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতের মত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতে বাংলাদেশের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে অধিকতর Value Addition করতে সক্ষম যেটি অন্যান্য শিল্প যেমন গার্মেন্টস শিল্পের চেয়ে বহুলাংশে বেশি। যার ফলে এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক সেক্টরে অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

## ৭.০ ঝুঁকি মূল্যায়ন

স্বল্প উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ঔষধ রপ্তানির দেশ হওয়ায় এ নীতি বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে। কিন্তু, ট্রিপস্ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র বাংলাদেশ আর এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না ও বৈদেশিক বিনিয়োগের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারী যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদের রপ্তানিতে ২০% নগদ প্রণোদনা দেয়া হলে তারা বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা আনয়ন করবেন যেটি আমাদের এপিআই সেক্টর এর ৩৭০টি এপিআই মলিকিউল অর্জনে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই জ্ঞান ও দক্ষতা আনায়ন উৎসাহীকরণের লক্ষ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক সেক্টরে প্রবেশ করতে চাইলে দেশীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করা আবশ্যক। এ নীতিতে এই জয়েন্ট ভেঞ্চার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

## ৮.০ কর্মপরিকল্পনা

| কাজের বিবরণ | বাস্তবায়নকারি সংস্থা/দপ্তর |
|---|---|
| ১. এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণদের বার্ষিক Turnover এর অন্তত ১% R&D তে বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করা এবং উদ্ভাবিত মলিকিউলের সংখ্যাসমূহের প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ (৩.১)। | এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণ এবং বাংলাদেশ এপিআই ও ইনটারমিডিয়ারিস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন তত্ত্বাবধানে– ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। |
| ২. সকল এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারকের শুদ্ধতার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং মান নিরীক্ষণের জন্য DTL (Drug Testing Laboratory) প্রতিষ্ঠা করা (৩.৫)। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) । |
| ৩. এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উন্নয়নে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম করা (৩.৭)। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য গবেষণা সংস্থা, এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণ |

| কাজের বিবরণ | বাস্তবায়নকারি সংস্থা/দপ্তর |
|---|---|
| ৪. এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতে ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে (AIT এবং TDS exemption) প্রদান করা (৫.১)। | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। |
| ৫. এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক এর উপর ১৫% ভ্যাট (এবং VDS) মওকুফ করা (৫.২)। | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। |
| ৬. এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক রপ্তানির উপর ২০% নগদ প্রণোদনা প্রদান করা (৫.৩)। | অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ এপিআই ও ইনটারমিডিয়ারিস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। |
| ৭. বৈদেশিক মুদ্রানীতি সহায়তা প্রদান করা (৫.৪)। | বাংলাদেশ ব্যাংক। |
| ৮.আমদানি অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা (৫.৫)। | ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা। |
| ৯.শুল্কমুক্ত পণ্য ছাড়করণের সুবিধা প্রদান করা (৫.৬)। | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। |
| ১০.কাঁচামাল নমুনা আমদানি সহজীকরণ করা (৫.৭) | ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। |
| ১১. ঔষধ, এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক ক্রয় সংক্রান্ত সরকারি নীতিসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন করা (৫.৮)। | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (EDCL) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা। |
| ১২. এপিআই ও ল্যাবরেটরি উৎপাদনকারীগণকে জমি বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেয়া (৫.৯)। | বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা। |

## অংশ ২ - ইআইপিএম এর আওতায় প্রণীত নীতি ও বিশ্লেষণ

### ১.০ নীতির আওতায় সুবিধাভোগকারী

**১.১ প্রাথমিক**

- এপিআই, ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagent) এবং এপিআই সম্পর্কিত উপাদান নির্মাতাগণ
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা (SME), কৃষি ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প

**১.২ মাধ্যমিক**

- বাংলাদেশ এপিআই ও ইনটারমিডিয়ারিস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (বাপী)
- বাংলাদেশের ঔষধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA)

### ২.০ সমস্যার স্বরূপ

**২.১ ঔষধ কাঁচামাল শিল্পে পিছিয়ে থাকার কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ**

২.১.১ উচ্চহারে কর্পোরেট ট্যাক্স আরোপ

এপিআই সেক্টর অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর মূলধন নির্ভরশীল এবং গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টের জন্য বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিমাণে কর্পোরেট ট্যাক্স আরোপ করায় এপিআই সেক্টরের প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছে না, যার ফলে গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, চীন ও ভারতের এপিআই উৎপাদকগণ নিজ দেশের সরকার হতে কর্পোরেট ট্যাক্স হতে অব্যাহতি সুবিধা লাভ করে থাকেন।

২.১.২ দেশে প্রস্তুতকৃত কাঁচামালের উপর ভ্যাট আরোপ

চীন হতে আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর মূল্য সংযোজন কর নেই তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচামালের উপর মূল্য সংযোজন কর আছে। যার ফলে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভর করছে। এ সকল আমদানিকৃত কাঁচামাল দেশের উৎপাদিত এপিআই তথা ঔষধ সেক্টরের জন্য হুমকিস্বরূপ। ফলে দেশীয় এপিআই সেক্টর এর উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রতি বছর বাংলাদেশ হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

চীন ও ভারতের এপিআই উৎপাদকগণ নিজ দেশে ভ্যাট মওকুফ এর সুবিধা পেয়ে থাকেন যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বল্পমূল্যে তারা এপিআই বিক্রয় করতে পারেন।

২.১.৩ রপ্তানিতে নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি

বাংলাদেশ ছাড়া অধিকাংশ দেশের এপিআই রপ্তানিকারকগণ সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তার উপর নির্ভরশীল। এর ফলে তারা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে পারে। ঔষধ শিল্প সকল পর্যায়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল, যা সরকার কর্তৃক সহযোগিতা প্রদান ছাড়া অনেকটাই দুস্কর। চীন ও ভারতের এপিআই রপ্তানিকারকগণ নিজ দেশের সরকার হতে নগদ সহায়তা লাভ করে থাকেন। বাংলাদেশি রপ্তানিকারকগণদের সমপরিমাণ সুবিধা দেওয়া না হলে, আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা স্থানীয় এপিআই রপ্তানিকারীদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২.১.৪ দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে চ্যালেঞ্জসমূহ

ঔষধ শিল্প গবেষণানির্ভর ও জটিল শিল্প হওয়ার কারণে প্রয়োজন হয় দক্ষ জনবল। অধিকাংশ সময়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল না থাকায় বিদেশি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে বাংলাদেশি এপিআই প্রস্তুতকারকগণ দেশেই জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারে। অধিকাংশ এপিআই প্রস্তুতকারক দেশের (চীন ও ভারত) সরকার গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহৃত অর্থ বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকারকদের পরিশোধ করে থাকে। এতে করে কোম্পানিগুলো তাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামোতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখতে পারে।

## ২.২ চীন, ভারত এবং বাংলাদেশ এর এপিআই শিল্পের বর্তমান নীতি আলোচনা

ভারত সরকার ৬০ হাজার কোটি রুপি বিনিয়োগের মাধ্যমে ৬ টি এপিআই পার্ক নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। চীনে আছে বহু সংখ্যক পার্ক, কিন্তু এর মান যাচাই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ রয়েছে। তবে উভয় দেশই তাদের ঔষধ কাঁচামাল প্রস্তুতকারকদের কর্পোরেট ট্যাক্স অব্যাহতির সুবিধা দিচ্ছে।এর মাধ্যমে বহু উদ্যোক্তা গবেষণা এবং উন্নয়ন এ বিনিয়োগ করে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে যাতে তারা ঔষধ শিল্পে স্বনির্ভর হয়ে জাতির উন্নয়নে অংশীদার হতে পারে। এছাড়াও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা স্বদেশি প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতা করছে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের রয়েছে স্বদেশি এপিআই প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারকদের ১০%-১০০% মূল্য পরিশোধ, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচকৃত অর্থ ১৫০%-২০০% Tax deduction এর মাধ্যমে পরিশোধ এবং আমদানির উপর কর আরোপ।

এছাড়াও চীন এবং ভারত তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত এপিআই এর উপর ট্যাক্স, ভ্যাট ও শুল্ক মওকুফ করে থাকে। চীন ও ভারত অনেকাংশেই এগিয়ে গেছে এ সকল সুবিধা ব্যবহার করে। সরকারি বিনিয়োগের ফলে তারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তার লাভ করেছে।

| | চীন | ভারত | বাংলাদেশ |
|---|---|---|---|
| এপিআই পার্ক | অনেকগুলো | ৬টি | ১টি |
| সরকারি বিনিয়োগ | বড় অঙ্কের | ৬০,০০০ কোটি রুপি | নেই |
| এপিআই এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ (১ম থেকে ৫ম ধাপ পর্যন্ত সংশ্লেষণ) এর জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স এবং কর অব্যাহতি | এপিআই সেক্টরের জন্য সুদূরপ্রসারী কর অব্যাহতি পরিকল্পনা এবং এপিআই পার্কের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম | | পাবলিক সেক্টরঃ ২৫%<br>প্রাইভেট সেক্টরঃ ৩৫% |
| রপ্তানিকৃত ঔষধ কাঁচামাল ক্রয় | চীন এবং ভারতে স্বদেশী এপিআই প্রস্তুতকারকদের জন্য রয়েছে হ্রাসকৃত ভ্যাট। এছাড়া রয়েছে AIT, TDS এবং VDS হতে অব্যাহতি। | | এআইটি: ৫%<br>মূসক (ভ্যাট): ১৫%<br>TDS: ১% - ১৫% |
| দেশীয় প্রস্তুতকৃত ঔষধ কাঁচামাল ক্রয় | | | মূসক (ভ্যাট):৫% |
| এপিআই মেশিনারি ক্রয় | | | এআইটি: ১% - ৫% |
| অভোগ্য পণ্য (Capital Goods) ক্রয় | | | |
| শুল্কাধীন গুদাম | | | নেই |
| তৈরীকৃত প্রোডাক্ট বিক্রয় | | | মূসক: ১৫% |
| আমদানিকৃত এপিআইর উপর ভ্যাট (ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে) | চীন যেহেতু এপিআই আমদানি করেনা তাই প্রযোজ্য নয়। | ২৭% | সকল এন্টিবায়োটিক: ০% (৩টি ধরন বাদে) ভিটামিন এবং এন্টিক্যান্সার: ০% অন্যান্য: ৫% (১টি ধরন বাদে) |
| ন্যাশনাল রিইম্বারসমেন্ট (National Reimbursement) | ১০%-১০০% | নেই | নেই |
| গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সময়কালীন কর অব্যাহতি | ১৫০% | ২০০% | বর্তমান নীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য নয় |
| রপ্তানির উপর ভ্যাট ফেরত | আছে | আছে | নেই |

## ২.৩ শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি নির্ণয়

| শক্তি | দুর্বলতা |
|---|---|
| ▪ প্রতিবছর ঔষধ উৎপাদনের জন্য এপিআই এর চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে।<br>▪ সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্য থাকায় কাঁচামালের মান নির্ণয় এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দেশে উৎপাদিত কাঁচামালের সর্বদা মান যাচাই সহজেই সম্ভব।<br>▪ বর্তমানে দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন এবং বিক্রয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব যদি সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।<br>▪ বর্তমানে দেশে একটি এপিআই শিল্প পার্ক রয়েছে। | ▪ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার এবং গবেষণা এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বাংলাদেশ এখনো অনেকটাই পিছিয়ে আছে।<br>▪ কার্যকর বিশেষায়িত শিল্প এলাকা পার্ক না থাকা।<br>▪ প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং প্রণোদনার অনুপস্থিতি।<br>▪ গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) প্রত্যাশিত বিনিয়োগের অভাব। |
| **সুযোগ** | **ঝুঁকি** |
| ▪ ট্রিপস চুক্তির সুযোগ ২০৩২ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে, যার ফলে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্যাটেন্টেড পণ্য শিথিল শর্তে উৎপাদন এবং রপ্তানি করতে পারবে।<br>▪ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একমাত্র  ঔষধ রপ্তানিকারক দেশ।<br>▪ প্রচলিত বাজারে সরবরাহ এবং বিতরণ খরচ কম হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে এশিয়ান মার্কেটে এপিআই রপ্তানি সম্ভব।<br>▪ এপিআই উৎপাদন এবং রপ্তানিতে কর্পোরেট ট্যাক্স অব্যাহতি পেলে প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ সম্ভব যা গবেষণা ও উন্নয়ন এ সহায়তা করবে।<br>▪ ঔষধের কাঁচামালের একটি নিবেদিত ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ (Dedicated Backward Linkage) স্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে ঔষধ (ফার্মাসিউটিক্যাল) শিল্পকে স্বনির্ভর করতে পারবে। | ▪ আমদানির উপর প্রয়োজনীয় মূসক নেই যা দেশে উৎপাদিত কাঁচামালের উপর রয়েছে ফলে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ কাঁচামাল আমদানিতে বেশি ইচ্ছুক।<br>▪ ট্রিপস চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক তৈরি না করতে পারলে ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যে ঔষধ ক্রয় করতে বাধ্য হবে বাংলাদেশী জনগণ (কিলার থ্রেট)। |

## ৩.০ পলিসি অপশনসমূহের প্রভাব নিরূপণ

### ৩.১ পলিসি অপশন ১: পলিসি হস্তক্ষেপ না করা/বিরাজমান অবস্থা বজায় রাখা

অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ না নেয়া বলতে বোঝায় বিরাজমান অবস্থা বজায় রাখা। সমস্যাটির সমাধানে যদি কোন পলিসি হস্তক্ষেপ না নেয়া হয় তবে এর সম্ভাব্য কিছু ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব থাকবে যা ৫ দিক থেকে দেখা যেতে পারেঃ আর্থিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত।

| **প্রভাবের ধরন** | **পলিসি অপশন ১** |
|---|---|
| ফিস্কাল (Fiscal) | কোন বর্ধিত সরকারি খরচ নেই |
| অর্থনৈতিক (Economic) | কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। |
| প্রশাসনিক (Administrative) | কোন অতিরিক্ত প্রভাব নেই। |
| সামাজিক (Social) | হ্রাসকৃত কর্মসংস্থান। |
| পরিবেশগত (Environment) | কোন অতিরিক্ত প্রভাব নেই। |

পলিসি অপশন ১ এর বিভিন্ন অভিক্ষেপণ সংক্রান্ত নির্দেশক নিম্নে দেয়া হল:

| **নির্দেশক** | **পলিসি অপশন ১** |
|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য নির্দেশক | ৩,০৫৮,০৯,৪০,৯৩৯ টাকা (২০৩২ সাল) |
| দেশীয় এপিআই উৎপাদন নির্দেশক | ৪০৩,৭৩,৪২,৬৮৯ টাকা (২০৩২ সাল) |
| এপিআই রপ্তানি নির্দেশক | ৩,৭৫,০৯৪ ডলার (২০৩২ সাল) |
| উৎপাদিত এপিআই এর ধরন নির্দেশক | ৯৮টি এপিআই মলিকিউল (২০৩২ সাল) |
| কর্মসংস্থান নির্দেশক (এপিআই ও ফার্মাসিউটিক্যাল) | ২,১৭,৩৬৩ জন (২০৩২ সাল) |

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে, কোন পলিসি হস্তক্ষেপ না করা হলে অর্থাৎ পলিসি অপশন-১ গ্রহণ করা হলে আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে নীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

### ৩.২ পলিসি অপশন ২: কর্পোরেট ট্যাক্স অব্যাহতি, মূসক হ্রাস, রপ্তানি প্রণোদনা, গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টে Fund প্রদান, আমদানির উপর শুল্ক আরোপ:

- স্বদেশী ঔষধ কাঁচামাল প্রস্তুতকারকদের কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে ২০৩২ পর্যন্ত অব্যাহতি;
- এপিআই রপ্তানি ক্ষেত্রে ১০% নগদ প্রণোদনা (Export Incentive);
- দেশে উৎপাদিত এপিআই এর উপর হ্রাসকৃত মূসক (৫%);
- এপিআই আমদানির উপর ২৫% কাস্টমস শুল্ক আরোপ ;
- ১০০ কোটি টাকার Endowment fund প্রদান।

| **প্রভাবের ধরন** | **পলিসি অপশন ২** |
|---|---|
| ফিস্কাল (Fiscal) | বর্ধিত সরকারি খরচ বিদ্যমান। |
| অর্থনৈতিক (Economic) | নতুন উৎস হতে টেকসই রাজস্বের সংযোজন। বর্ধিত রপ্তানি তথা বৈদেশিক মুদ্রা আয়। |
| প্রশাসনিক (Administrative) | পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর প্রয়োজন বিদ্যমান। |
| সামাজিক (Social) | কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান। |
| পরিবেশগত (Environment) | পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে এপিআই উৎপাদন। |

পলিসি অপশন ২ এর বিভিন্ন অভিক্ষেপণ সংক্রান্ত নির্দেশক নিম্নে দেয়া হল:

| **নির্দেশক** | **পলিসি অপশন ২** |
|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য নির্দেশক | ৩,৫৭৯,২৫,৬৭,৪৩২ টাকা (২০৩২ সাল) |
| দেশীয় এপিআই উৎপাদন নির্দেশক | ৫৪৭,৫০,১৭,১৯২ টাকা (২০৩২ সাল) |
| এপিআই রপ্তানি নির্দেশক | ৫,০৮,৬৬২ ডলার (২০৩২ সাল) |
| উৎপাদিত এপিআই এর ধরন নির্দেশক | ৩০৭ টি এপিআই মলিকিউল (২০৩২ সাল) |
| কর্মসংস্থান নির্দেশক (এপিআই ও ফার্মাসিউটিক্যাল) | ২,৯৪,৭৬৫ জন (২০৩২ সাল) |

পলিসি অপশন ২ গৃহীত হলে এপিআই সেক্টর এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি আলোকপাত করছে। এ ক্ষেত্রে এপিআই সেক্টর এর উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য ৩,৫৭৯,২৫,৬৭,৪৩২ টাকা। এছাড়া ২০৩২ সাল এর মধ্যে দেশীয় এপিআই উৎপাদন ৫৪৭,৫০,১৭,১৯২ টাকা সমমূল্যের পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নীতির ফলে এপিআই রপ্তানি ৫,০৮,৬৬২ ডলার বাড়িয়ে নেয়া সম্ভব। এছাড়া উৎপাদিত এপিআই মলিকিউল এর সংখ্যা ৩০৭টি। এক্ষেত্রে ২,৯৪,৭৬৫ টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে।

**৩.৩ পলিসি অপশন ৩: যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্পোরেট ট্যাক্স অব্যাহতি, মূসক হ্রাস, রপ্তানি প্রণোদনা, গবেষণা এবং ডেভেলপমেন্টে বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ:**

এ অপশনের আওতায় নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রস্তাব করা হয়েছে:

- সকল এপিআই উৎপাদকদের বার্ষিক Turnover এর অন্তত ১% গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) ব্যায় করতে হবে (বাধ্যতামূলক);
- আগামী পাঁচ বছর সকল দেশীয় এপিআই উৎপাদকগণ কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পাবেন; তবে ২০২১-২২ সালের পর কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সুবিধা প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে দুটি গ্রুপ সৃষ্টি করা হবে যার যোগ্যতার মাপকাঠি নিম্নে আলোচিত হয়েছে:

গ্রুপ ক: প্রথম ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর (২০২১-২২ সাল এর পর) যে সকল স্থানীয় উৎপাদকগণ প্রতিবছর অন্তত ৫টি মলিকিউল উৎপাদনে সক্ষম হবেন (অর্থাৎ গ্রুপ ১ ভুক্ত ব্যবসায়ীরা) তারা ২০৩২ পর্যন্ত ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে পাবেন।

গ্রুপ খ: প্রথম ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর (২০২১-২২ সাল এর পর) যে সকল স্থানীয় উৎপাদকগণ প্রতিবছর অন্তত ৩টি মলিকিউল উৎপাদনে সক্ষম হবেন (অর্থাৎ গ্রুপ ২ ভুক্ত ব্যবসায়ীরা) তারা ২০৩২ পর্যন্ত ৭৫% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে পাবেন।

- এছাড়া রয়েছে ২০৩২ সাল পর্যন্ত AIT এবং TDS হতে অব্যাহতি;
- সকল এপিআই রপ্তানিতে স্থানীয় উৎপাদকদের ২০% নগদ প্রণোদনা প্রদান;
- দেশীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকদের যেভাবে উৎস নিরীক্ষণ এবং quality audit করা হয়, আমদানিকৃত এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক ব্যবহার এর পূর্বে একইভাবে এর উৎস নিরীক্ষণ এবং quality audit বাধ্যতামূলক করা। এই নিরীক্ষণ এবং quality audit এর উদ্দেশ্য হল ২০১৮ সালের মধ্যে শীর্ষ ২০ বিদেশি এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক রপ্তানিকারকদের এবং ২০২২ সালের মধ্যে সকল বিদেশি এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক রপ্তানিকারকদের Goods Manufacturing Practice (GMP) মান নিশ্চিতকরণ। এটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং টিম গঠন করণ;
- দেশে উৎপাদিত এপিআই এর উপর ২০৩২ সাল পর্যন্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর ভ্যাট এবং VDS মওকুফ করা। এর মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার কাঁচামাল, স্থায়ী সম্পদ ও অন্যান্য মালামাল এবং সেবা;
- শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে একাডেমিক ও গবেষণা এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা।

| **প্রভাবের ধরন** | **পলিসি অপশন ৩** |
|---|---|
| ফিস্কাল (Fiscal) | বর্ধিত সরকারি খরচ বিদ্যমান। |
| অর্থনৈতিক (Economic) | জিডিপিতে নতুন উৎস হতে অবদানের সম্ভাবনা। |
| প্রশাসনিক (Administrative) | মনিটরিং টিমের প্রয়োজন বিদ্যমান। |
| সামাজিক (Social) | কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান। |
| পরিবেশগত (Environment) | পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে এপিআই উৎপাদন। |

পলিসি অপশন ৩ এর বিভিন্ন অভিক্ষেপণ সংক্রান্ত নির্দেশক নিম্নে দেয়া হল:

| **নির্দেশক** | **পলিসি অপশন ৩** |
|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য নির্দেশক | ৫,৭৪৯,৭৭,২৩,২৬৭ টাকা (২০৩২ সাল) |
| দেশীয় এপিআই উৎপাদন নির্দেশক | ১,০১৫,৫৫,৬২,০১৯ টাকা (২০৩২ সাল) |
| এপিআই রপ্তানি নির্দেশক | ৯,৪৩,৫১৩ ডলার (২০৩২ সাল) |
| উৎপাদিত এপিআই এর ধরন নির্দেশক | ৩৭০ টি এপিআই মলিকিউল (২০৩২ সাল) |
| কর্মসংস্থান নির্দেশক (এপিআই ও ফার্মাসিউটিক্যাল) | ৫,৪৬,৭৫৮জন (২০৩২ সাল) |

উপরোক্ত বর্ণনা হতে এটা স্পষ্ট যে, পলিসি অপশন ৩ বাস্তবায়িত হলে এপিআই সেক্টর এর সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এ ক্ষেত্রে এপিআই সেক্টর এর উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য ৫,৭৪৯,৭৭,২৩,২৬৭ টাকা। এছাড়া ২০৩২ সাল এর মধ্যে দেশীয় এপিআই উৎপাদন ১,০১৫,৫৫,৬২,০১৯ টাকা সমমূল্যের পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নীতির ফলে এপিআই রপ্তানি ৯,৪৩,৫১৩ ডলার বাড়িয়ে নেয়া সম্ভব যা পূর্বে আলোচিত পলিসি অপশন ১ এবং ২ অপেক্ষা বেশি। এছাড়া উৎপাদিত এপিআই মলিকিউল এর সংখ্যা ৩৭০টি। এক্ষেত্রে ৫,৪৬,৭৫৮ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে।

### ৩.৪ পলিসি অপশনসমূহের তুলনা

| | নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য | | | | পরিচালনাগত উদ্দেশ্য | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| **পলিসি অপশন ১** | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| **পলিসি অপশন ২** | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| **পলিসি অপশন ৩** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### ৩.৫ ২০৩২ সালের নির্দেশক তুলনা

| নির্দেশক | পলিসি অপশন ১ | পলিসি অপশন ২ | পলিসি অপশন ৩ |
|---|---|---|---|
| **উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য নির্দেশক (টাকা)** | ৩,০৫৮,০৯,৪০,৯৩৯ | ৩,৫৭৯,২৫,৬৭,৪৩২ | ৫,৭৪৯,৭৭,২৩,২৬৭ |
| **দেশীয় এপিআই উৎপাদন নির্দেশক (টাকা)** | ৪০৩,৭৩,৪২,৬৮৯ | ৫৪৭,৫০,১৭,১৯২ | ১,০১৫,৫৫,৬২,০১৯ |
| **এপিআই রপ্তানি নির্দেশক (ডলার)** | ৩,৭৫,০৯৪ | ৫,০৮,৬৬২ | ৯,৪৩,৫১৩ |
| **উৎপাদিত এপিআই এর ধরন নির্দেশক (মলিকিউল)** | ৯৮টি | ৩০৭টি | ৩৭০টি |
| **কর্মসংস্থান নির্দেশক (এপিআই ও ফার্মাসিউটিক্যাল)** | ২,১৭,৩৬৩ জন | ২,৯৪,৭৬৫ জন | ৫,৪৬,৭৫৮ জন |

## ৪.০ সুপারিশকৃত নীতি (পলিসি অপশন ৩)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ট্রিপস (TRIPS) চুক্তির আওতায় অর্জিত সুযোগের পর্যাপ্ত ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। পলিসি অপশন ১ বর্তমান নীতি আলোকপাত করছে। বিদ্যমান নীতির আওতায় এপিআই উৎপাদকদের উৎসাহীকরণে শিল্পবান্ধব কোন সুবিধা না থাকায় উচ্চ মূলধন নির্ভরশীল এই সেক্টর তার সম্ভাব্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পলিসি অপশন ২ এর আওতায় দেশীয় এপিআই উৎপাদকদের কর্পোরেট ট্যাক্স হতে অব্যাহতি দেয়া হলেও তা যোগ্যতার ভিত্তিতে না হওয়ায় যোগ্য উৎপাদকগণ প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এর ফলে সরকার প্রদত্ত সুবিধা সুষম ভাবে বণ্টন অনিশ্চিত হতে পারে। পলিসি অপশন ২ এ আমদানিকৃত এপিআই এর উপর কাস্টমস শুল্ক প্রস্তাবিত হয়েছে যেটি গৃহীত হলে আমাদের ঔষধ প্রস্তুতে উৎপাদন মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পলিসি অপশন ৩ এ কর্পোরেট ট্যাক্স, AIT ও TDS হতে অব্যাহতি থাকলেও প্রথম ৫ বছর পর কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সুবিধা দেয়া হবে যার ফলে অধিকতর যোগ্য উৎপাদকগণ প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। ঔষধ শিল্পের সাথে গবেষণার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পলিসি অপশন-৩ এর আওতায় দেশীয় এপিআই উৎপাদকদের বার্ষিক Turnover এর ১% গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ এর ফলে ঔষধ শিল্প গবেষণা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে এবং উৎপাদিত হবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঔষধ। পলিসি অপশন ৩ সর্বাপেক্ষা উত্তম হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে।

## ৪.১ মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এনালাইসিস

মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এনালাইসিস অনুযায়ী পলিসি অপশন ১ এর মোট প্রভাব -১.৮। এই পলিসি অনুসারে অর্থনৈতিক প্রভাব -৩ এবং সামাজিক প্রভাব -৪। পলিসি অপশন ২ এ ফিস্কাল প্রভাব -২, প্রশাসনিক প্রভাব -৩, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ৩, মোট প্রভাব ০.৪। পলিসি অপশন ৩ এ ফিস্কাল ও প্রশাসনিক প্রভাব -২, অর্থনৈতিক প্রভাব ৪, সামাজিক প্রভাব ৫ এবং মোট প্রভাব ১.৪।

## ৪.২ নীট বর্তমান মূল্য এনালাইসিস

উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য পলিসি অপশন ১ এ ৩,০৫৮,০৯,৪০,৯৩৯ টাকা, পলিসি অপশন ২ এ ৩,৫৭৯,২৫,৬৭,৪৩২ টাকা এবং পলিসি অপশন ৩ এ ৫,৭৪৯,৭৭,২৩,২৬৭ টাকা । মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এনালাইসিস এবং নীট বর্তমান মূল্য এর ফলাফল অনুযায়ী পলিসি অপশন ৩ সর্বাপেক্ষা সুপ্রভাব রাখতে সক্ষম।

## ৪.৩ যদি পলিসি অপশন ৩ গৃহীত হয় তবে রূপকল্পের ধারা

পলিসি অপশন ৩ বাংলাদেশের এপিআই খাত এর উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এই নীতির ফলে এপিআই উৎপাদন ও রপ্তানি উভয় সর্বাপেক্ষা বেশি। দেশীয় এপিআই উৎপাদন জিডিপির ০.০১২১% থেকে ০.০২৫% এ বাড়িয়ে নেয়া এবং বর্তমানে উৎপাদিত ৪১ টি এপিআই থেকে ৩৭০ টি তে সম্প্রসারণ করা সম্ভব। এই ৩৭০ টি এপিআই এর মধ্যে রয়েছে এসেনশিয়াল অনেক ঔষধ এর উপাদান যা আমাদের দেশের ঔষধ শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে। তাছাড়া এপিআই সেক্টর এর উন্নয়নের ফলে ৫ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম।

রপ্তানি খাতে এপিআই সেক্টর এর অবদান স্বল্প হলেও পলিসি অপশন ৩ গৃহীত হলে আমরা ২০৩২ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ এপিআই রপ্তানি করতে পারব যা আমাদের জিডিপি তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। এপিআই খাতে ৯০% এরও বেশি মূল্যসংযোজন সম্ভব হওয়ায় অন্যান্য বহু সেক্টর থেকে এই সেক্টর এর সাফল্যের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। শিল্পবান্ধব এই নীতি প্রণয়নের ফলে আমরা বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারি যা আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন এ অবদান রাখতে সক্ষম। এই পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন এবং ঔষধ শিল্প সামনে এগিয়ে যাবে এবং স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে।

## ৫.০ সংযোজন

### ৫.১ সমস্যার তালিকা (Problem Tree)

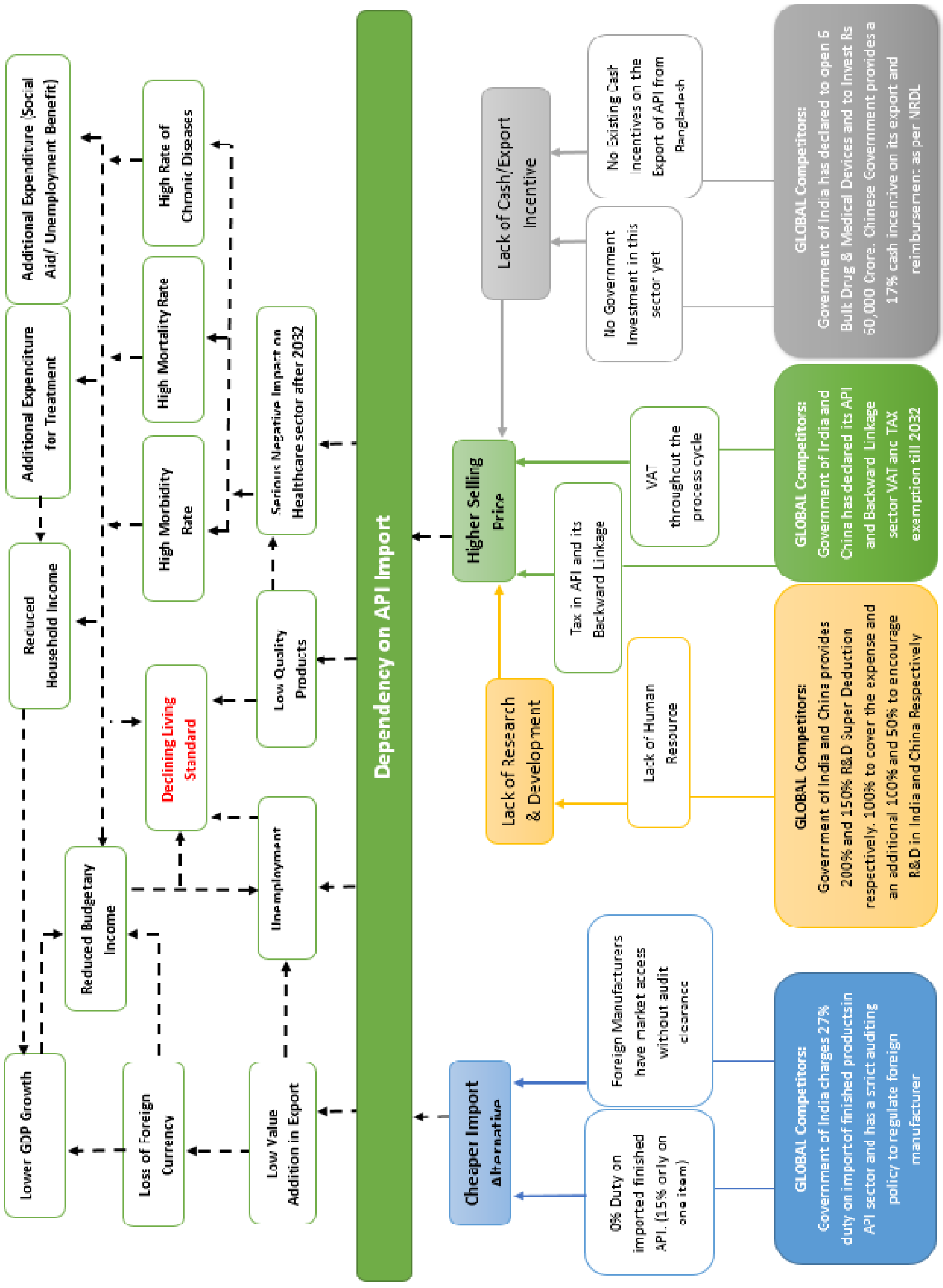

৫.২ পলিসি অপশনসমূহের তুলনা :

| | কর্পোরেট ট্যাক্স অব্যাহতি | দেশে উৎপাদিত কাঁচামালের উপর মূসক হ্রাস (ভ্যাট) | রপ্তানি প্রণোদনা | গবেষণা ও ডেভেলপমেন্টে উৎসাহীকরণ | আমদানি নিরুৎসাহিত করা |
|---|---|---|---|---|---|
| **পলিসি অপশন ১** | নেই | বর্তমান মূসকঃ ১৫% প্রস্তাবকৃত মূসকঃ ১৫% | ০% | ০% | ০% |
| **পলিসি অপশন ২** | ১০০% (২০৩২ পর্যন্ত) | বর্তমান মূসকঃ ১৫% প্রস্তাবকৃত মূসকঃ ৫% | ১০% নগদ প্রণোদনা | ১০০ কোটি টাকা মূল্যমানের বৃত্তি প্রদান | আমদানিকৃত সকল API এর উপর ২৫% কাস্টমস শুল্ক আরোপ |
| **পলিসি অপশন ৩** | **গ্রুপ ১** আগামী ৫ বছরের জন্য এবং পরবর্তীতে প্রতিবছর অন্তত ৫টি মলিকিউল তৈরী সাপেক্ষে ১০০% (২০৩২ পর্যন্ত) অব্যাহতি দেয়া হবে। **গ্রুপ ২** পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ১০০% কর মওকুফ। ৫ বছর পর স্থানীয় উৎপাদনকারী যারা প্রতিবছর অন্তত ৩টি মলিকিউল তৈরী করতে সক্ষম তারা ৭৫% অব্যাহতি পাবেন। গ্রুপ নির্বিশেষে সকল AIT (Advance Income Tax) এবং TDS (Tax Deducted at Source) হতে ২০৩২ সাল পর্যন্ত অব্যাহতি | বর্তমান মূসকঃ ১৫% প্রস্তাবকৃত মূসকঃ ০% পূর্বে কোন VDS (VAT Deduction at Source) প্রযোজ্য থাকলে ২০৩২ সাল পর্যন্ত তা থেকে অব্যাহতি | গ্রুপ নির্বিশেষে এপিআই রপ্তানিতে দেশীয় এপিআই প্রস্তুতকারকদের ২০% নগদ প্রণোদনা | গ্রুপ নির্বিশেষে স্থানীয় এপিআই উৎপাদনকারীদের বার্ষিক Turnover এর অন্তত ১% গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করতে হবে | আমদানিকৃত এপিআই এর উৎস এবং মান নিরীক্ষা উত্তরণ,হলেই কেবল ব্যবহারের অনুমোদন |

## ৫.৩ অভিক্ষেপণ

### ৫.৩.১ উৎপাদন ক্ষমতার নীট বর্তমান মূল্য নির্দেশক

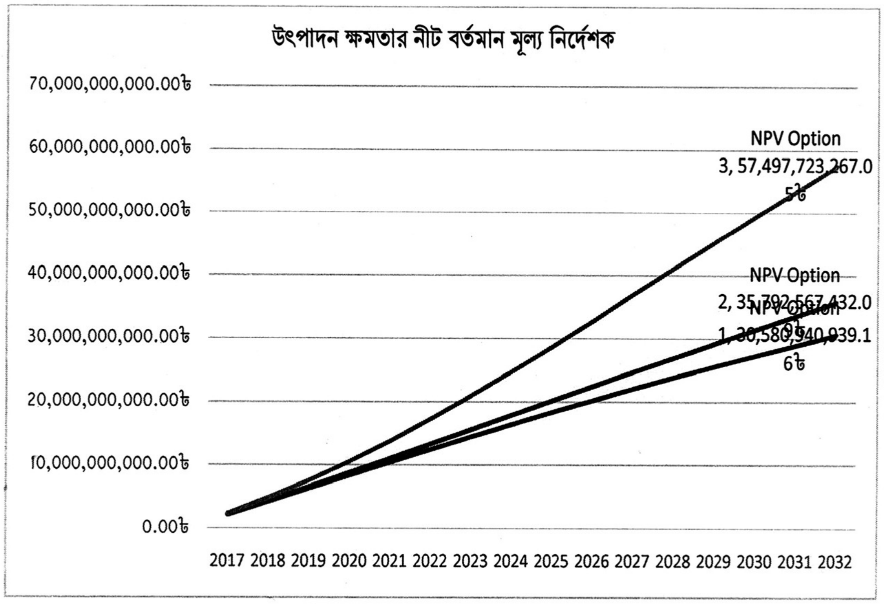


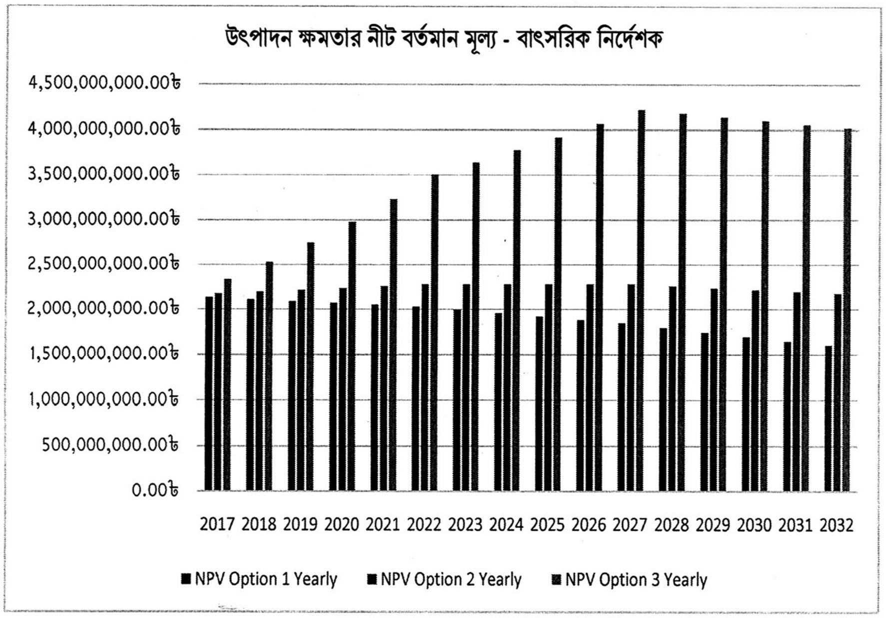

৫.৩.২ এপিআই আমদানি, চাহিদা এবং উৎপাদন নির্দেশক

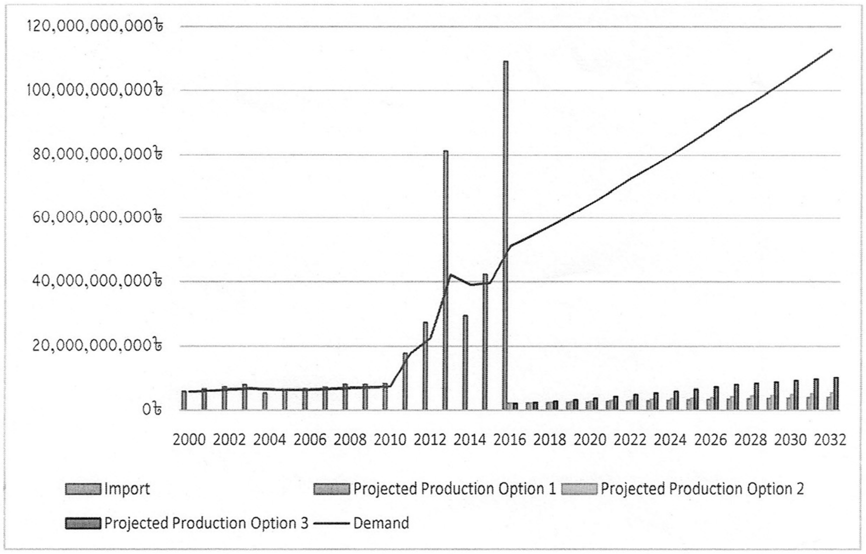


৫.৩.৩ বাংলাদেশের জিডিপি নির্দেশক

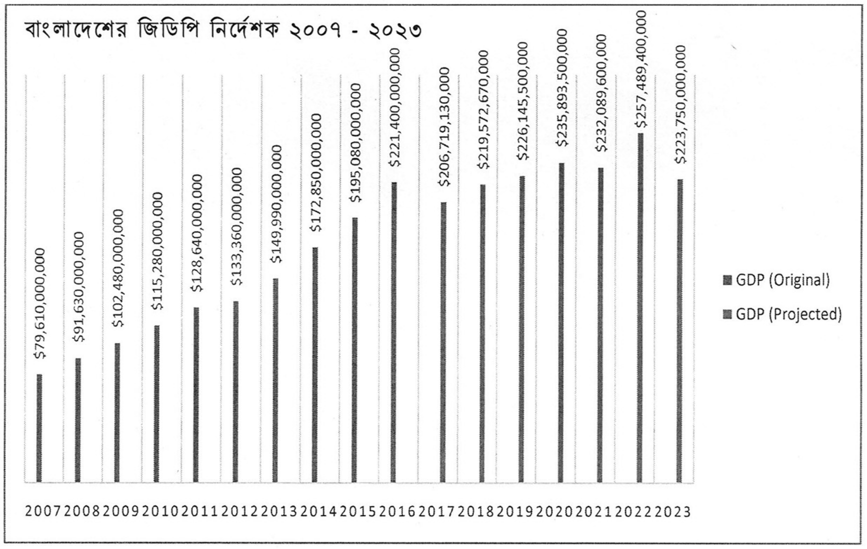

৫.৩.৪ এপিআই রপ্তানি নির্দেশক

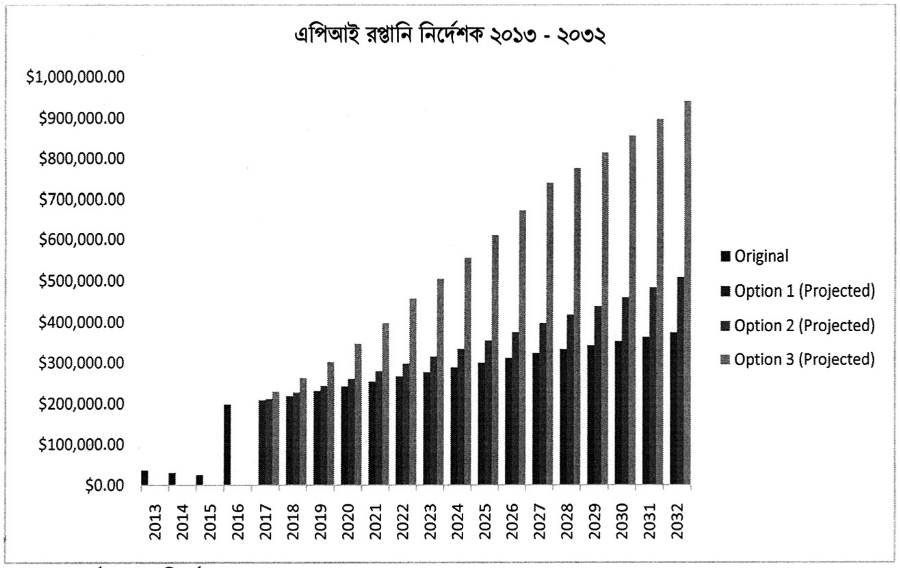


৫.৩.৫ কর্মসংস্থান নির্দেশক

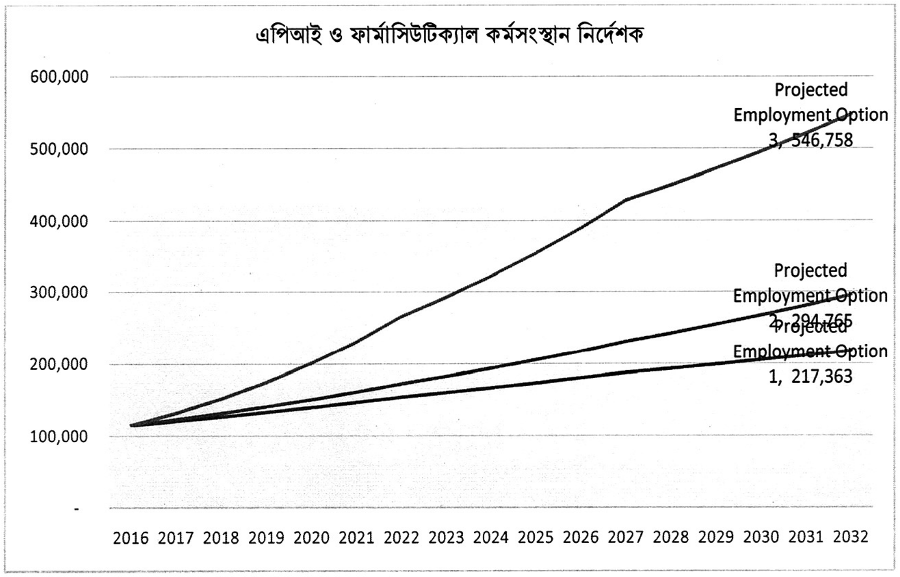

৫.৩.৬ দেশীয় এপিআই উৎপাদন নির্দেশক

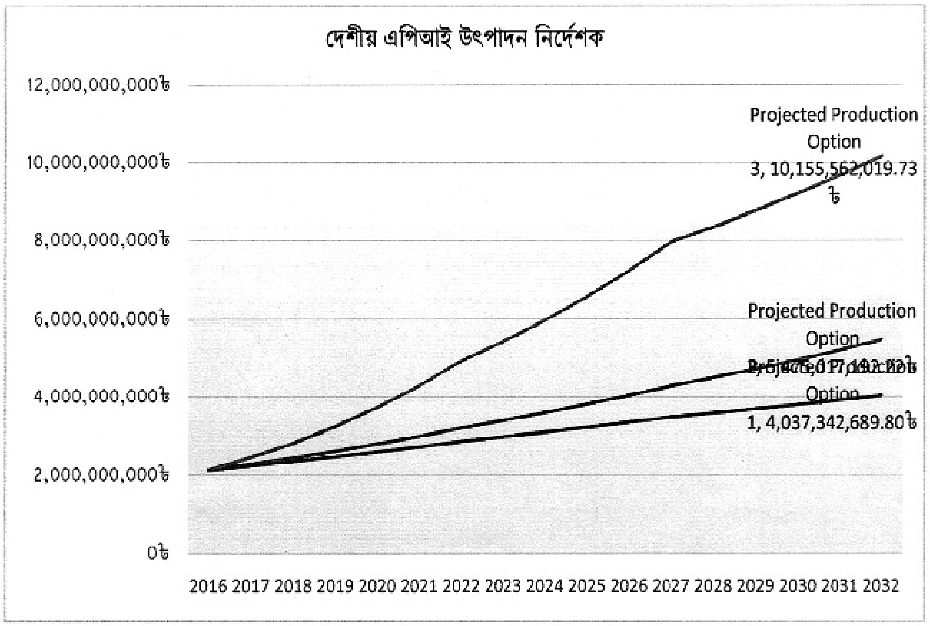


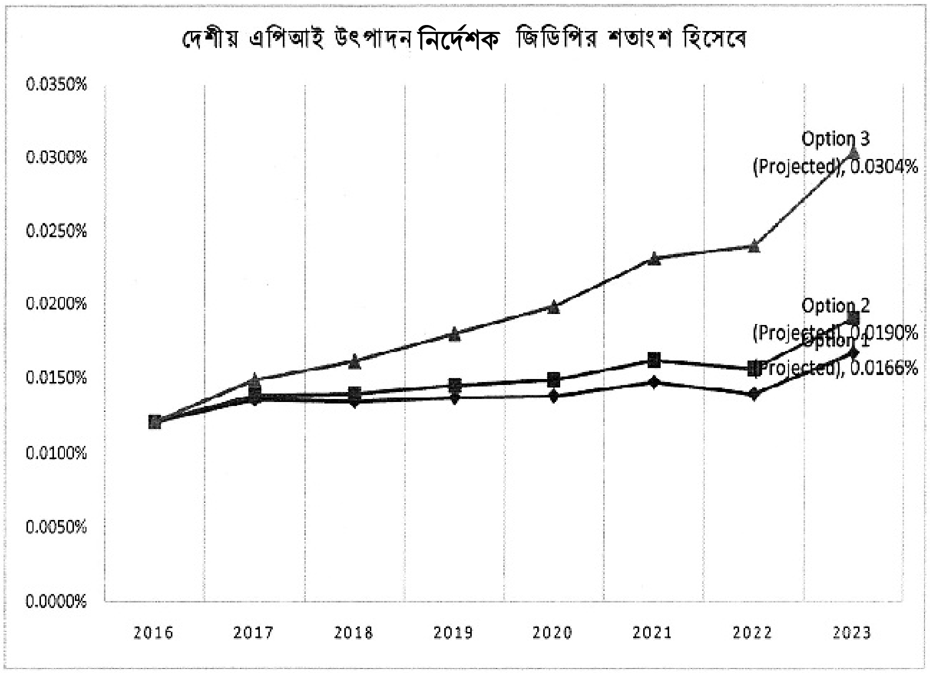

৫.৩.৭ উৎপাদিত এপিআই এর ধরন নির্দেশক

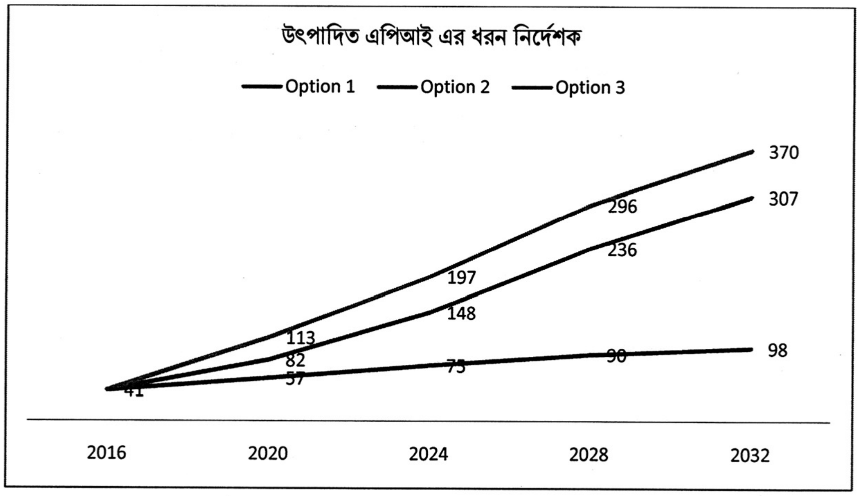

৫.৪ মাল্টি ক্রাইটেরিয়া এনালাইসিস

| | (গুরুত্ব যাচাই স্কেল) -৫ থেকে ৫ | | | | | | | | | | | সম্ভাব্যতা | | প্রভাব |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -৫ | -৪ | -৩ | -২ | -১ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | | |
| **পলিসি অপশন ১** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ফিস্কাল প্রভাব** | | | | | | ০ | | | | | | ০.২ | ০ | **-১.৮** |
| **অর্থনৈতিক প্রভাব** | | | -৩ | | | | | | | | | ০.২ | -০.৬ | |
| **প্রশাসনিক প্রভাব** | | | | | | ০ | | | | | | ০.২ | ০ | |
| **সামাজিক প্রভাব** | | -৪ | | | | | | | | | | ০.৩ | -১.২ | |
| **পারিপার্শ্বিক প্রভাব** | | | | | | ০ | | | | | | ০.১ | ০ | |
| **পলিসি অপশন ২** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ফিস্কাল প্রভাব** | | | | ২- | | | | | | | | ০.২ | -০.৪ | **০.৪** |
| **অর্থনৈতিক প্রভাব** | | | | | | | | | ৩ | | | ০.২ | ০.৬ | |
| **প্রশাসনিক প্রভাব** | | | -৩ | | | | | | | | | ০.২ | -০.৬ | |
| **সামাজিক প্রভাব** | | | | | | | | | ৩ | | | ০.৩ | ০.৯ | |
| **পারিপার্শ্বিক প্রভাব** | | | | | -১ | | | | | | | ০.১ | -০.১ | |
| **পলিসি অপশন ৩** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ফিস্কাল প্রভাব** | | | | -২ | | | | | | | | ০.২ | -০.৪ | **১.৪** |
| **অর্থনৈতিক প্রভাব** | | | | | | | | | | ৪ | | ০.২ | ০.৮ | |
| **প্রশাসনিক প্রভাব** | | | | -২ | | | | | | | | ০.২ | -০.৪ | |
| **সামাজিক প্রভাব** | | | | | | | | | | | ৫ | ০.৩ | ১.৫ | |
| **পারিপার্শ্বিক প্রভাব** | | | | | -১ | | | | | | | ০.১ | -০.১ | |



মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd